গৃহ সম্পদ ব্যবস্থাপনা

ইউনিট ৩

ভূমিকা

সব পরিবারেই কম বেশি নানারকম সম্পদ আছে। পরিবার তাদের সম্পদগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে। পরিবারের মানবীয় সম্পদ হলো শক্তি, ক্ষমতা, বুদ্ধমত্তা, দক্ষতা, সময় ইত্যাদি। আর অমানবীয় বা বস্তুবাচক সম্পদ হলো অর্থ, সম্পত্তি, জমি-জমা, বাড়িঘর, মূল্যবান আসবাবপত্র সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি। এই সম্পদকে ব্যবহার করার মধ্যে কতগুলো পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা প্রয়োজন। সময়ের সদ্ব্যবহার, কর্মশক্তির সঠিক প্রয়োগ ও অর্থ ব্যয়ে অপচয় রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথাযথ কৌশল অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। সম্পদ ব্যবহারের সঠিক উপায়সমূহ আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করতে পারে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৩.১ : গৃহ সম্পদ
পাঠ - ৩.২ : সম্পদের শ্রেণিবিভাগ
পাঠ - ৩.৩ : পরিবারের আয়
পাঠ - ৩.৪ : পরিবারের ব্যয়
পাঠ - ৩.৫ : পারিবারিক বাজেট
পাঠ - ৩.৬ : আয় বৃদ্ধির উপায়
ব্যবহারিক
পাঠ - ৩.৭ : বাজেট তৈরিকরণ

পাঠ-৩.১ গৃহ সম্পদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সম্পদের বৈশিষ্ট উল্লেখ করতে পারবেন;
- সম্পদের বিকল্প ব্যবহারে লক্ষণীয় বিষয়গুলো মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- সম্পদ কীভাবে পরস্পর নির্ভরশীল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

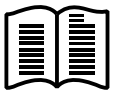

গৃহ ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপকরণ 'সম্পদ'। সম্পদ বলতে সাধারণত: ধন-সম্পত্তি বা টাকা পয়সাকে বোঝায়। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদ বলতে বোঝায় যার বিনিময় মূল্য আছে, যা মানুষের দারিদ্র মোচন করে এবং যার চাহিদা আছে ও যোগান সীমাবদ্ধ, যা হস্তান্তর যোগ্য এবং বাহ্যিক আকার আছে।

মেলক ও ডেকন সম্পদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, সম্পদ হলো যে সমস্ত উপায় বা অবলম্বণ যা চাহিদা পূরণের ক্ষমতা সম্পন্ন এবং প্রধান হাতিয়ার স্বরূপ। Nickell এবং Rice এর মতে, Resource are assets that can be used to accomplish goals। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যা ব্যবহার করে আমরা উপকৃত হই, যা আমাদের চাহিদা মেটাতে পারে, অভাব দূর করতে পারে তাই সম্পদ।

পরিবার তার যাবতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদের ব্যবহার করে থাকে। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সম্পদের গুণাগুণ জানা দরকার। চাহিদা পূরণের জন্য কোন সম্পদ প্রয়োজন, সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন ও সম্পদ চিহ্নিতকরণের জন্য সম্পদের বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য

১। উপযোগ

যেসব দ্রব্যসামগ্রীর অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে, মানুষ যেসব দ্রব্যসামগ্রী পেতে চায়, অভাব মোচনে পণ্যের যে ক্ষমতা তাই হল উপযোগ। লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সম্পদের উপযোগিতা পরিতৃপ্তি দেয়।

সম্পদের উপযোগিতা ব্যক্তি, সময়, স্থান, আকার, শিক্ষা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। যেমন- যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত তার কাছে খাদ্যের উপযোগ বেশি। ক্ষুধা নিবারণের সাথে সাথে তার খাদ্যের উপযোগ হ্রাস পায়। শীতের সময় গরম কাপড়ের উপযোগ বেশি। যে স্থানে খরা সে স্থানে পানির উপযোগ বেশি। চারটি উপায়ে সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা যায়-

স্থানান্তরকরণ : জিনিসের উপযোগিতা স্থান পরিবর্তন করে বাড়ানো যায়। যেমন- মাটির নিচে যে গ্যাস আছে তার কোনো উপযোগ নেই; কিন্তু যখন এই গ্যাস উত্তোলন করে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাসাবাড়িতে সরবরাহ করা হয় তখন গ্যাসের উপযোগিতা বাড়ে।

আকৃতির পরিবর্তন : আকার পরিবর্তন করে জিনিসের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা যায়। যেমন- স্বর্ণের টুকরা দিয়ে যখন গহনা তৈরি করা হয় বা কাঠ দিয়ে যখন আসবাব তৈরি করা হয় তখনই স্বর্ণ বা কাঠের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

সময়োপযোগী ব্যবহার : সময়ের ওপর উপযোগিতা নির্ভর করে। কোন সম্পদ সঞ্চয় করে রাখলে তা পরবর্তীকালে মূল্য বৃদ্ধির সময় ব্যবহার করা হলে দ্রব্যটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

চাহিদা মিটানো : একটি সম্পদের চাহিদা যত বৃদ্ধি পায় তার উপযোগিতা তত বৃদ্ধি পায়। চাহিদা অনুযায়ী জিনিস পাওয়া ও এর ব্যবহার করাই হল চাহিদাগত উপযোগিতা যেমন- পিপাসা পেলে পানির চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

২। আয়ত্ত্বাধীন

সম্পদকে কারো না কারো আয়ত্ত্বাধীন বা মালিকানাধীন হতে হবে। আয়ত্ত্বাধীন না হলে সম্পদ কোনো কাজে আসে না। আর তা স্বাধীনভাবেও ব্যবহার করা যায় না। অর্থাৎ সম্পদ দিয়ে নিজের চাহিদা মেটাতে হলে সম্পদ নিজের আওতায় থাকতে হবে। সম্পদের আয়ত্ত্বাধীন মালিকানা, সম্পদের গুণাগুণ, পরিমাণ, সীমাবদ্ধতা ও ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ-

গুণাগুণ : জমি উর্বর হলে গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়, ফসল বেশি উৎপন্ন হয়, ফলে মালিক লাভবান হয়।

পরিমাণ : জমির পরিমাণ বেশি হলে ফসল উৎপাদন বেড়ে যায়।

সীমাবদ্ধতা : সব মৌসুমে সব ফসল উৎপাদন করা যায় না। সুতরাং জমি থাকলেও ফসলের মৌসুম না থাকলে ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়।

ব্যবহার : জমিতে একই সময় ধান ও মাছ চাষ করে জমির ব্যবহার বাড়ানো যায়।

৩। সীমাবদ্ধতা

সীমাবদ্ধতা সম্পদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সম্পদ গুণগত বা পরিমাণগত দিকে সীমাবদ্ধ। সচেতনতার মাধ্যমে সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে দূর করে এর পরিমাণ বাড়ানো যায়। সময় হলো এমন একটা সম্পদ যা গুণগত দিক থেকে সীমাবদ্ধ। পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা বেশি স্পষ্ট। যেমন- একটি পরিবারের সীমিত আয়, সীমিত জায়গা ইত্যাদি।

৪। পরস্পর নির্ভরশীলতা

সম্পদ পরস্পর নির্ভরশীল। সম্পদের পরস্পর পরিবর্তন বিভিন্নভাবে হতে পারে।

ক) **বিকল্প ব্যবহার :** বিকল্প বলতে একটি সম্পদের পরিবর্তে অন্য একটি সম্পদ ব্যবহার করা বোঝায়। যেমন: চালের মূল্য বৃদ্ধি পেলে আলু ব্যবহার করা যায়। পরিবেশ রক্ষার জন্য পলিথিনের বদলে কাগজ বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা যায়। বিকল্প ব্যবহারের সময় লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে-

- বিকল্প ব্যবহারের কাছাকাছি গুণ সম্পন্ন সম্পদ ব্যবহার করতে হবে।
- বিকল্প ব্যবহারে অতিরিক্ত সময়, শক্তি ও অর্থ যাতে ব্যবহার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- বিকল্প ব্যবহার তৃপ্তি দায়ক হতে হবে।

খ) **বহুবিধ ব্যবহার :** একটি সম্পদকে বহুবিধ কাজে ব্যবহার করা যায়। যেমন- খাবার টেবিলকে পড়ার টেবিল, গল্প করা, কাপড় ইস্ত্রি করা ইত্যাদি একাধিক কাজে ব্যবহার করা যায়।

গ) **বিনিময় :** বিনিময় করে সম্পদের ব্যবহার বাড়ানো যায়। অর্থের বিনিময় মূল্য আছে। বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিতৃপ্তির বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। বিনিময়ের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি যত বেশি পাওয়া যাবে ততবেশি লাভবান হওয়া যাবে।

ঘ) **রূপান্তরযোগ্য :** একটি সম্পদকে আরেকটি সম্পদে রূপান্তর করে সম্পদের ব্যবহার ও তৃপ্তি বাড়ানো যায়। যেমন - থান কাপড় দিয়ে পোশাক তৈরি, কাঠ দিয়ে আসবাব তৈরি ইত্যাদি।

ঙ) **সৃষ্টি :** সম্পদ সৃষ্টি করা যায়। অর্থ, সময়, শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে উত্তম মানবসম্পদে পরিণত করা যায়।

চ) **পরস্পর নির্ভরশীলতা :** একটি সম্পদ তখনই সম্পূর্ণ সম্পদে পরিণত হয় যখন তার সাথে সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর সুষ্ঠু সংযোগ ঘটে। যেমন - ঘরে আসবাব বিন্যাসের পরই ঘরটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

৫। পরিচালন যোগ্যতা

সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারকেই পরিচালন বলা হয়। সম্পদের পরিচালনা যোগ্যতা আছে বলেই আমরা এর ব্যবহার করে উপকৃত হই, লক্ষ্য অর্জন করতে পারি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারি, অভাবগ্রস্থ অবস্থা, দূর্যোগ পূর্ণ অবস্থা মোকাবেলা করতে পারি এবং তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি। মানুষ সচেতন বা অবচেতনভাবে সম্পদ পরিচালনায় ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বা ধাপ অনুসরণ করে।

সারাংশ

যে সমস্ত দ্রব্যের উপযোগ আছে, যোগান সীমাবদ্ধ, যা হস্তান্তরযোগ্য এবং যা মানুষের শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট তাকে সম্পদ বলে। সম্পদ আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সম্পদের গুনাগুণ জানা দরকার। চাহিদা পূরণের জন্য কোন সম্পদ প্রয়োজন, সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন ও সম্পদ চিহ্নিত করনের জন্য সম্পদের বৈশিষ্ঠ্য জানা প্রয়োজন। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-উপযোগ, ক্ষমতাধীন, সীমাবদ্ধতা, পরস্পর নির্ভরশীলতা এবং পরিচালন যোগ্যতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গৃহ ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপকরণ কোনটি?
ক) সম্পদ খ) উপযোগ
গ) পরিবেশ ঘ) মূল্যবোধ

২। একটি সম্পদের পরিবর্তে অন্য একটি সম্পদ ব্যবহার করাকে কী বলে?
ক) উপযোগ খ) বিকল্প ব্যবহার
গ) চাহিদা ঘ) যোগান

৩। সম্পদের বৈশিষ্ট্য কয়টি ?
ক) তিনটি খ) চারটি
গ) পাঁচটি ঘ) ছয়টি

৪। সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়-
i) আকৃতির পরিবর্তন করে
ii) স্থানান্তরকরণ করে
iii) চাহিদা মিটানোর মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) iও iii গ) iiও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.২ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সম্পদের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।

একটি পরিবার লক্ষ্য অর্জনের জন্য নানাবিধ সম্পদ ব্যবহার করে। প্রতিটি পরিবার তার আওতাধীন নিজস্ব সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে পরিবারের লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। কোনটি সম্পদ, কোনটি নয় পরিবারকে তা জানা প্রয়োজন। আর এজন্য সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস করা প্রয়োজন। সম্পদকে নানাভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যেমন-

১। মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদ
২। অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক সম্পদ
৩। উৎস অনুযায়ী সম্পদ

১। মানবীয় সম্পদ ও অমানবীয় সম্পদ

মানবীয় সম্পদ

মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলি যা মানুষকে বিভিন্ন সম্পদ আহরনে সহায়তা করে। জ্ঞান, দক্ষতা, কাজ করার ক্ষমতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। মানবীয় সম্পদগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো - হস্তান্তরযোগ্য নয়, স্পর্শ করা যায় না। এটি মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ। পরিবারের প্রতিটি সদস্য সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের দক্ষতা, শ্রম, জ্ঞান ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে পরিবারের স্বচ্ছলতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। মানুষের এ চেষ্টা বজায় রাখতে যে শ্রম, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি ব্যবহার করে তা মানব সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

মানবীয় সম্পদ দুই ধরনের-

i) ব্যক্তিগত মানবীয় সম্পদ : যা একমাত্র ব্যক্তির অধীন, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি ও গুণ। যেমন- বিদ্যা, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি।

ii) আন্ত:ব্যক্তিগত মানবীয় সম্পদ : দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কার্যের সমন্বয়ে গঠিত মানবীয় সম্পদ। যেমন : পারস্পারিক সহযোগিতা, ভালবাসা, ভাবের আদান-প্রদান ইত্যাদি।

অমানবীয় সম্পদ

মানবীয় সম্পদ ছাড়া অন্য যেসব সম্পদ মানুষের অভাব মেটায় তা সবই অমানবীয় সম্পদ। অমানবীয় সম্পদকে বস্তুবাচক সম্পদও বলা হয়। যেমন- টাকা পয়সা, জমি, বাড়িঘর ইত্যাদি। পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার বা উপায় হিসাবে সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি তথা ব্যবস্থাপনার ধাপ অনুসরণ করে এগুলো ব্যবহার করা হয়।

২। অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক সম্পদ

i) অর্থনৈতিক সম্পদ : যে সম্পদ চাহিদার তুলনায় কম, যার বিনিময় মূল্য আছে, হস্তান্তর যোগ্য, পরিমাপ সাপেক্ষ তা-ই অর্থনৈতিক সম্পদ। যেমন - টাকা, জমি ইত্যাদি।

ii) অ-অর্থনৈতিক সম্পদ : কিছু কিছু সম্পদ রয়েছে সেগুলো সীমিত নয়, বিনিময় মূল্য নেই কিন্তু পরিবারের লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত হয় তাই অ-অর্থনৈতিক সম্পদ। এই সম্পদ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি ও দৃঢ়তার সূত্র হিসেবে কাজ করে এবং অর্থনৈতিক সম্পদ অর্জনের পথকে সুগম করে, যেমন-সময়, শক্তি, দক্ষতা, আগ্রহ, সচেতনতা, শিক্ষা ইত্যাদি।

৩। **উৎস অনুসারে সম্পদ**

সম্পদটি কোথায় পাওয়া যায় অর্থাৎ এর অবস্থান অনুসারে সম্পদ ভাগ করা হয়। এর অবস্থান পরিবারের মধ্যে হতে পারে আবার পরিবারের বাইরেও হতে পারে। সম্পদের অবস্থানগত পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো-

i) প্রাকৃতিক পরিবেশগত সম্পদ : প্রকৃতি থেকে আমরা যেসব সম্পদ পাই তাই প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন: খাদ্যশস্য, আলো, বাতাস, পানি, গ্যাস, খনিজসম্পদ ইত্যাদি।

ii) সামাজিক বা কাছের পরিবেশগত সম্পদ : সামাজ থেকে যেসব সুযোগ সুবিধা লাভ করা যায় তাই সামাজিক সম্পদ, যেমন- স্কুল, কলেজ, বাজার, ব্যাংক, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট বিনোদন কেন্দ্র, চাকরির সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। সামাজিক সম্পদ মানুষের জীবনকে সহজ, গতিশীল, আরামদায়ক ও নিরাপদ করে।

iii) দূরের বা বৃহত্তর পরিবেশেগত সম্পদ: রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সুবিধা যেমন উচ্চ শিক্ষার সুবিধা, বৃত্তি, বৈদেশিক সাহায্য, চাকরির সুযোগ, প্রযুক্তিগত সুবিধা, রাজনৈতিক স্থিতিশীল অবস্থা ইত্যাদি সম্পদ দূরের বা বৃহত্তর পরিবেশের আওতাধীন। এসব সম্পদের ব্যবহার বা কার্যকারিতা নির্ভর করে পরিবার ও এর সদস্যদের লক্ষ্য সমূহের উপর।

iv) গৃহ বা সবচেয়ে নিকটতম পরিবেশগত সম্পদ : গৃহ পরিবেশ থেকে আমরা যেসব সম্পদলাভ করি তা হলো পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা, স্নেহ, ভালাবাসাপূর্ণ বন্ধন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, মৌলিক চাহিদা পূরণ, গৃহস্থালীর সরঞ্জাম, গৃহে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য, যেমন- ফলমূল, শাকসবজি ও হাঁস মুরগি ইত্যাদি। এছাড়া কখনও কখনও আরও কিছু সম্পদ চিহ্নিত করা হয়, যেমন- মনস্তাত্ত্বিক সম্পদ : সম্পদ থেকে যে মানসিক তৃপ্তি লাভ করা যায় তাই মনস্তাত্বিক। চাকরি ক্ষেত্রে তৃপ্তি লাভ, সামাজিক সুযোগ সুবধিা ভোগ করে তৃপ্তি লাভ ইত্যাদি।

সামাজিক সংযোগের আঙ্গিকে সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

- ব্যক্তিগত সম্পদ: সময়, শক্তি, জ্ঞান, দক্ষতা সৃজনশীলতা
- পরিবারিক সম্পদ : সকল সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পদ, পারিবারিক অনুষ্ঠান, পরিবারের বিনিময়ের ব্যাপকতা, বাড়ি, গাড়ি, আসবাবপত্র, সম্পত্তি ইত্যাদি।
- সমবয়স সম্পদ : সামাজিক বন্ধন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বন্ধুত্বের ধারা, মানব আচরণের আন্তপ্রক্রিয়ার ধারা।
- সাম্প্রদায়িক সম্পদ : চাকরির সুযোগ সুবিধা, ভোগ্যপণ্যের বাজার, বিনিয়োগ, ব্যাংক সঞ্চয় সুবিধা ও নিরাপত্তা বিধান।
- জাতীয় সম্পদ : প্রাকৃতিক সম্পদ, সরকারি পার্কে অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা, জীবনের নিরাপত্তা আইন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থনৈতিক পদ্ধতি, যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি।
- বিশ্ব সমাজ সম্পদ : বিশ্ব সংস্থা, যেমন- United Nations আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি, বিদেশ ভ্রমণ নীতি।

Steidl পরিবেশের আঙ্গিকে সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস করেন। এগুলো হলো-

- সামাজিক সম্পদ : পরিবার, সম্প্রদায়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
- প্রাকৃতিক সম্পদ : মাটি, পানি, খনিজ উপাদান ইত্যাদি।
- জৈবিক সম্পদ : মানুষ, উদ্ভিদ, পশুপাখি, জীবাণু ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	মানবীয় সম্পদ ব্যবহার করে আপনি কিভাবে আপনার পরিবারের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবেন তার একটি বর্ণনা দিন।

সারাংশ

প্রতিটি পরিবার তার আওতাধীন নিজস্ব সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে পরিবারের লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। কোনটি সম্পদ, কোনটি নয় পরিবারকে তা জানা প্রয়োজন। আর এজন্য সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস করা প্রয়োজন। সম্পদকে নানাভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলিকে মানবীয় সম্পদ বলে। যেমন-জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি আর অমানবীয় সম্পদ বলতে বস্তুবাচক সম্পদকে বোঝায়, যেমন- টাকা পয়সা, বাড়ি, জমি ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন সম্পদ হস্তান্তরযোগ্য নয়?
ক) অমানবীয় সম্পদ খ) মানবীয় সম্পদ
গ) অর্থনৈতিক সম্পদ ঘ) প্রাকৃতিক সম্পদ

২। মানবীয় সম্পদ কত প্রকার ?
ক) দুই প্রকার খ) তিন প্রকার
গ) চার প্রকার ঘ) পাঁচ প্রকার

৩। বিদ্যা কোন ধরনের সম্পদ ?
ক) অমানবীয় সম্পদ খ) ব্যক্তিগত সম্পদ
গ) পরিবেশগত সম্পদ ঘ) প্রাকৃতিক সম্পদ

৪। অর্থ কোন ধরনের সম্পদ ?
ক) মানবীয় সম্পদ খ) অমানবীয় সম্পদ
গ) শক্তি সম্পদ ঘ) শারীরিক সম্পদ

পাঠ-৩.৩ পরিবারের আয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থ সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিবারের আয় ও আয়ের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

অর্থ সম্পদ ব্যবস্থপনা বলতে বোঝায় লক্ষ্য অর্জন বা চাহিদা পূরণ করতে অর্থকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন। যেমন- লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থ ব্যবহারের পরিকল্পনা, পরিকল্পনাকে কার্যকর, বাস্তবায়িত বা নিয়ন্ত্রণ করা এবং সবশেষে সমস্ত কার্যকলাপকে মূল্যায়ন করা।

অর্থব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো সচেতনতার সাথে অর্থ ব্যবহার করা ও সর্বাধিক তৃপ্তি অর্জন করা। অর্থসম্পদ সীমিত। তাই সুষ্ঠুভাবে অর্থ সম্পদ ব্যবস্থাপনা না করলে অর্থের অপচয় হয়।

অর্থ ব্যবস্থাপনার প্রধান কৌশল হলো বাজেট। বাজেট করতে হলে পরিবারের আয় ব্যয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

পরিবারের আয়

একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিবারের সদস্যরা শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করে, সাধারণ অর্থে তাকেই পরিবারের আয় বলে। তবে পরিবারের সদস্যদের অর্জিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা কর্মকেও পরিবারের আয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন- দর্জির কাছে না যেয়ে ঘরে জামা কাপড় সেলাই করা, গৃহ শিক্ষক না রেখে নিজেরাই ছেলেমেয়েকে পড়ানো, গৃহকর্মী না রেখে নিজের হাতে গৃহস্থালী কাজ-কর্ম করা, গৃহাঙ্গনে শাকসবজি চাষ করা, হাঁস মুরগী পালন ইত্যাদি।

আয়ের শ্রেণিবিভাগ

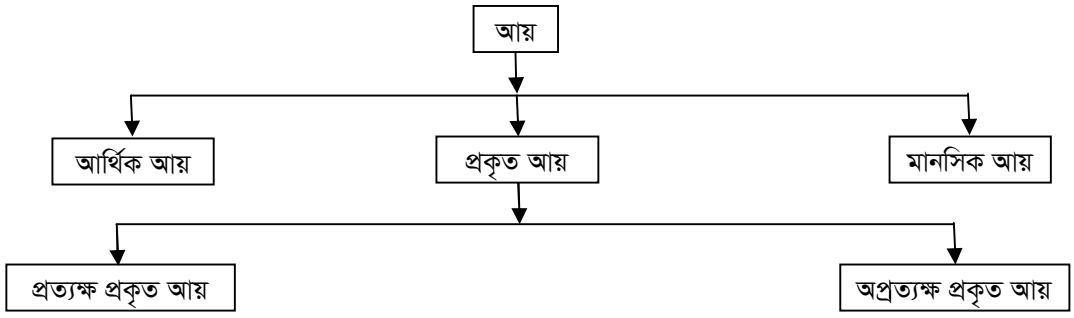

চিত্র ৩.৩.১ : আয়ের শ্রেণিবিভাগ

পরিবারের আয়কে প্রধানত: তিনভাগে ভাগ করা করা যায়। যেমন-

১। আর্থিক আয়
২। প্রকৃত আয়
৩। মানসিক আয়

১। আর্থিক আয়

আর্থিক আয় হলো অর্থ বা টাকা পয়সা উপার্জন করা। এটি নগদ অর্থ, ব্যাংক ড্রাফট্ বা চেকের মাধ্যমে হতে পারে। অর্থ গুরুত্বপূর্ণ অমানবীয় বা বস্তু বাচক সম্পদ। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে অর্থ প্রয়োজন। কারণ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা আছে। অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য ও নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ উপার্জিত হয় তাকে পারিশ্রমিক মজুরি বা বেতন বলে। এটি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক হতে পারে। এছাড়া বাড়ি ভাড়া, বিভিন্ন ভাতা ও মুনাফা ইত্যাদি হতেও অর্থ অর্জিত হতে পারে। অর্থ দিয়ে আমরা যে কাজগুলো সম্পাদন করি সেগুলো হচ্ছে

- **বিনিময়-** অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সহজেই লাভ করা যায়
- **মূল্য পরিমাপ-** অর্থ দিয়ে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নিরূপণ করা যায়।
- **ঋণ পরিশোধ-** ঋণের লেনদেন অর্থের দিয়েই নির্ধারিত হয়।
- **দান-** অর্থ দান করা যায়।
- **সঞ্চয়-** অর্থ অপচনশীল দ্রব্য। তাই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা সহজ ও নিরাপদ।

২। প্রকৃত আয়

প্রকৃত আয় পরিবারের নির্দিষ্ট সময়ে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম দিয়ে অর্জিত হয়। অর্থের প্রকৃত মূল্য বা মান প্রকাশ পায় যখন এটি দিয়ে কী পরিমাণ দ্রব্য, সেবা ক্রয় করা যায় তার ওপর। বেতন বা মজুরি নির্ভর পরিবারের আর্থিক আয় নির্দিষ্ট। কিন্তু প্রকৃত আয় বাজারদরের ওপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর দাম যদি বৃদ্ধি পায় এবং সে অনুযায়ী আর্থিক আয় যদি বৃদ্ধি না পায় তবে পরিবার নির্দিষ্ট অর্থ দিয়ে পূর্বের মতো দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারবে না। এক্ষেত্রে আর্থিক আয় একই থাকলেও প্রকৃত আয় হ্রাস পাবে। এজন্য পারিবারিক জীবনে প্রকৃত আয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক আয় প্রকৃত আয়ের উপর নির্ভরশীল।

প্রকৃত আয়কে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

ক) প্রত্যক্ষ প্রকৃত আয়

খ) অপ্রত্যক্ষ প্রকৃত আয়

ক) **প্রত্যক্ষ প্রকৃত আয় :** এই আয় কোন পরিবার টাকার বিনিময় ছাড়া সরাসরি অর্জন করে। যেমন - বেতন, বাড়িতে উৎপাদিত শাকসবজি, হাঁস মুরগি, ঘরে জামা-কাপড় সেলাই, নিজেরাই সন্তানদের পড়ানো, ঘরে ইস্ত্রি করা ইত্যাদি।

খ) **অপ্রত্যক্ষ প্রকৃত আয় :** আমরা অর্থের বিনিময়ে যে দ্রব্য বা সেবা অর্জন করি তার উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রকৃত আয় নির্ভর করে। যেমন- বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য যদি হ্রাস পায়, তবে আমরা অল্প অর্থ ব্যয়ে বেশি পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করতে পারি। এতে পরোক্ষ প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। আবার দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে অর্থ বেশি ব্যয় হয়, এতে পরোক্ষ প্রকৃত আয় হ্রাস পায়।

৩। মানসিক আয়

মানসিক আয় এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় যা অনুভূতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অর্থিক আয় ও প্রকৃত আয় থেকে আমরা যদি মানসিক তৃপ্তি পাই তবে সেটি মানসিক আয়। যেমন- কোনো দ্রব্য ক্রয় করে যদি তৃপ্তি পাওয়া যায়, সবাই ইতিবাচক মন্তব্য করে তখন মানসিক আয় বৃদ্ধি পায়। আবার অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য ক্রয় করার পর যদি মনে অতৃপ্তি আসে বা অন্য কেউ নেতিবাচক মন্তব্য করে তখন মানসিক আয় হ্রাস পায়। নিজ হাতে উৎপাদিত শাকসবজি আহার করে আমরা বেশি মানসিক তৃপ্তি লাভ করি। এটি এক ধরনের মানসিক আয়।

মোট আয়

আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয় যোগ করেই পরিবারের মোট আয় হিসাব করা হয়। এই মোট আয় থেকেই পরিবার তার সকল ধরনের ব্যয় নির্বাহ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় বা বিনিয়োগ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার পরিবারের আর্থিক আয়, প্রকৃত আয় ও মানসিক আয় কীভাবে আয় বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে তা বর্ণনা করুন।

সারাংশ

লক্ষ্য অর্জন বা চাহিদা পূরণ করতে অর্থকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে অর্থ ব্যবস্থাপনা বলে। সীমিত অর্থ দিয়ে অসীম চাহিদা পূরণ করতে হলে অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিবারের সদস্যরা শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করে তাকেই পারিবারিক আয় বলে। পারিবারিক আয়কে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- আর্থিক আয়, প্রকৃত আয় ও মানসিক আয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। অর্থ ব্যবস্থাপনার প্রধান কৌশল হচ্ছে কোনটি?
ক) ব্যয় বৃদ্ধি খ) পরিকল্পনা
গ) বাজেট ঘ) নিয়ন্ত্রণ

২। পারিবারিক আয়কে প্রধানত: কতভাগে ভাগ করা যায়?
ক) দুইভাগে খ) তিনভাগে
গ) চারভাগে ঘ) পাঁচভাগে

৩। কোনো দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে যদি তৃপ্তি পাওয়া যায় তাকে কী বলে?
ক) মানসিক আয় খ) পারিবারিক আয়
গ) প্রকৃত আয় ঘ) সামাজিক আয়

৪। আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয় যোগ করে কোন আয় হিসাব করা হয় ?
ক) মানসিক আয় খ) পারিবারিক আয়
গ) সামাজিক আয় ঘ) মোট আয়

৫। সন্তানদের পড়া দেখিয়ে দেয়া কোন ধরনের আয়?
ক) আর্থিক আয় খ) প্রত্যক্ষ প্রকৃত আয়
গ) পরোক্ষ প্রকৃত আয় ঘ) মানসিক আয়

পাঠ-৩.৪ পরিবারের ব্যয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি পারবেন-

- পরিবারের ব্যয় কীসের উপর নির্ভর করে তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- জীবনযাত্রার মান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পরিবারের ব্যয় মূলত জীবিকার মান এবং জীবনযাত্রার মান দিয়ে নির্ধারিত হয়। পরিবারের ব্যয় নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা -

ক) পরিবারের আয় : পরিবারের আয়ের উপর ব্যয় নির্ভর করে। পরিবারের আয় যদি কম হয় এবং চাহিদা যদি বেশি থাকে, তবে সচেতনভাবে ব্যয় করতে হয়। এক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব দিতে হয়।

খ) পরিবারের সদস্যসংখ্যা : একটি পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে তাদের অর্থব্যয় যত হবে একটি ছোট পরিবারের অর্থব্যয় সে তুলনায় কম হওয়াই স্বাভাবিক। তবে যদি লোক সংখ্যা বেশি এবং আয়ও বেশি অথবা লোক সংখ্যা কম এবং আয়ও কম থাকে-এ ক্ষেত্রে মাথাপিছু ব্যয় প্রায় একই রকম হয়। যেমন - একটি পরিবারের আয় ১০,০০০ টাকা (দেশ হাজার টাকা) এবং লোকসংখ্যা ১০জন তবে মাথাপিছু ব্যয় ১০০০ টাকা (একহাজার টাকা) অন্যদিকে একটি পরিবারের আয় ৪,০০০ (চার হাজার) হাজার টাকা এবং লোকসংখ্যা ৪ জন। তবে তাদের মাথাপিছু ব্যয় ১০০০ টাকা (এক হাজার টাকা)। এভাবে দেখা যায় এদের মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ সমান।

গ) জীবনযাত্রার মান : জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে পারিবারিক ব্যয় বেশি হবে। বিত্ত ও স্থানের উপর জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। উচ্চবিত্ত পরিবার ও নিম্নবিত্ত পরিবারের জীবনযাপনের মান ভিন্ন। একারণেই একটি নিম্নবিত্ত পরিবার কম আয় দিয়েও তার চাহিদা পূরণ করে থাকে। আবার গ্রাম ও শহরের জীবনযাপনের ধরন ভিন্ন এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ও ভিন্ন।

ঘ) বাসস্থান : বাসস্থানের অবস্থান, বাসস্থানের ধরন ইত্যাদির ওপর জীবনযাত্রার ব্যয় কমে বাড়ে। যেমন-শহর এলাকায় বাসা ভাড়া ও অন্যান্য খরচ গ্রামের তুলনায় বেশি। আবার বাড়িটি টিনসেড, অর্ধ পাকা কিংবা ফ্ল্যাট বাড়ি হলে ভাড়ার পরিমাণে তারতম্য হয়।

ঙ) যোগাযোগ : পরিবারের আয়ের কিছু অংশ পরিবারের সদস্যদের যাতায়াত বাবদ খরচ হয়। পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য চাকরি বা পড়াশোনা করলে এই খাতে ব্যয় বেড়ে যায়। আবার বাসস্থান থেকে কর্মস্থলের দূরত্ব বেশি হলেও এই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

চ) ব্যক্তিগত অভ্যাস : পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন রকম অভ্যাস থাকতে পারে যা তারা মানসিক তৃপ্তির জন্য করে থাকেন। এই সব অভ্যাসের কারণে পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যেমন - দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ানো, নুতন নুতন বই ক্রয়, সৌখিনদ্রব্য ক্রয়, বাইরে খাওয়ার অভ্যাস ইত্যাদি।

ছ) সামাজিকতা ও আমোদ-প্রমোদ : সামাজিকতা রক্ষা, সামাজিক বিভিন্ন উৎসবে যোগদান, ভ্রমণ, নৌবিহার ইত্যাদি অনিবার্য বিষয়গুলোর জন্যও পরিবারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

জ) পরিবারের মূল্যবোধ ও লক্ষ্য : পরিবারভেদে মূল্যবোধ ও লক্ষ্য ভিন্ন হয়। যে পরিবার যে বিষয়টিকে মূল্য দেয় তার ওপর পরিবারের ব্যয় নির্ভর করে। যেমন- কেউ শিক্ষাকে মূল্যদেয়, অনেক পরিবার আমোদ প্রমোদকে মূল্য দেয়, আবার অনেক পরিবার সঞ্চয়কে মূল্য দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার পরিবারের ব্যয়ের খাতগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারাংশ

পরিবারের ব্যয় জীবিকার মান এবং জীবনযাত্রার মান এর উপর নির্ভর করে। পরিবারের ব্যয়- পরিবারের আয়, সদস্য সংখ্যা, জীবনযাত্রার মান, বাসস্থান, যোগাযোগ, ব্যক্তিগত অভ্যাস, সামাজিকতা, আমোদ প্রমোদ, পরিবারের মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন বিষয়ের উপর ব্যয় নির্ভর করে?
ক) দান করা খ) পরিবারের আয়
গ) সমাজের আয় ঘ) রাষ্ট্রীয় আয়

২। ব্যক্তিগত অভ্যাস কোনটি ?
ক) সৌখিন দ্রব্যাদি ক্রয় করা খ) উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা
গ) হেঁটে যাতায়াত করা ঘ) নৌকা ভ্রমণ করা

৩। সামাজিকতা ও আমোদ প্রমোদ ব্যয় কোনটি ?
ক) নতুন বই কেনা খ) পান খাওয়ার অভ্যাস
গ) শৌখিন দ্রব্যাদি ক্রয় ঘ) নৌবিহার করা

৪। পারিবারিক ব্যয় যে বিষয়সমূহের উপর নিভর করে -
i) আয়ের সমষ্টি
ii) জীবনযাত্রার মান
iii) লেখাপড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) iও iii গ) iiও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৫ পারিবারিক বাজেট

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাজেটের প্রকারভেদ উপস্থাপন করতে পারবেন;
- বাজেটের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতার বর্ণনা দিতে পারবেন
- বাজেট তৈরির সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- বাজেটের খাতগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।

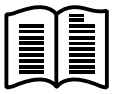

অর্থ পরিকল্পনার প্রধান কৌশল হল বাজেট। এর অর্থ আয় ও ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব। বাজেট হচ্ছে আয় অনুযায়ী সম্ভাব্য ব্যয়ের দলিল।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট আয় অনুযায়ী কোন খাতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে, তা নির্ধারণ করা হয় বাজেটের মাধ্যমে। বাজেট হচ্ছে সচেতনভাবে অর্থ ব্যয়ের একটি নির্দেশিকা। বাজেট টাকার ক্রয়ক্ষমতাকে বাড়াতে পারে না, কিন্তু টাকাকে পরিবারের সর্বাধিক প্রয়োজনে ব্যয় করে পরিবারের চাহিদাগুলো সহজেই মেটাতে পারে এবং পরিবারে সমৃদ্ধি আনতে পারে। পরিবারের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য সীমিত সম্পদের ভবিষ্যৎ খরচের খসড়া পরিকল্পনাই হল বাজেট।

বাজেটের শ্রেণিবিভাগ

বাজেটকে তিনভাগে ভাগ করা যায়-

১। সুষম বাজেটে : আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করে যে বাজেট করা হয় তা সুষম বাজেট।
২। উদ্বৃত্ত বাজেট : আয় অপেক্ষা ব্যয় যদি কম হয় তখন সেটা উদ্বৃত্ত বাজেট।
৩। ঘাটতি বাজেট : আয় অপেক্ষা ব্যয় যদি বেশি হয় তখন সেটা ঘাটতি বাজেট।

বাজেটের সুবিধা

পারিবারিক অর্থ ব্যবস্থাপনাকে সফলকাম করার অন্যতম কৌশল হল বাজেট। বাজেটের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ-

- বাজেট পরিবারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করে।
- বাজেটের মাধ্যমে একটি পরিবারের অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানা যায়।
- সীমিত আয়ের মধ্যে পরিবারের চাহিদা পূরণের দিক নির্দেশনা দেয়।
- বাজেটের মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থ দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। যেমন জমি বা ফ্ল্যাট ক্রয়, বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি
- আয় বুঝে ব্যয় করতে শেখায়।
- অর্থের অপচয় রোধ করে।
- বাজেটে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করে আয় বাড়ানো যায়।
- অর্থ সঞ্চয়ে ও পণ্য ক্রয়ে সুঅভ্যাস গঠনে সহায়তা করে।
- বাজেট পরিবারের লক্ষ্য ও মূল্যবোধ বজায় রেখে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে।
- বাজেট অনিয়মিত আয়ের সাথে নিয়মিত ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা করে।
- বাজেট অর্থ ছাড়াও পরিবারের সকল সম্পদের সচেতন ব্যবহার তরান্বিত করে।

বাজেটের সীমাবদ্ধতা

বাজেটের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন-

- বাজেট অপর্যাপ্ত আয়কে পর্যাপ্ত আয়ে পরিণত করতে পারে না।

- বাজেট ব্যক্তির পছন্দের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।
- বাজেট রাখার জন্য সব সময় সচেতন থাকতে হয়। যে কোনো পণ্য ক্রয়ের সময় পণ্যের মূল্য যাচাই-বাছাই করতে হয়।

বাজেটের বিবেচ্য বিষয়

পারিবারিক বাজেট তৈরির সময় কতগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হবে-

- পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা তৈরি করতে হবে।
- তালিকাভুক্ত প্রত্যেকটি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে মোট মূল্য বের করতে হবে।
- পরিবারের সকলের মতামত জানতে হবে।
- যে সময়ের বাজেট করা হবে, সে সময়ের আয়ের হিসাব করতে হবে।
- সঞ্চয়ের ব্যবস্থা বাজেট পরিকল্পনায় থাকতে হবে।
- অর্থ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার পরিবারে কোন উৎসবের বাজেট তৈরির ক্ষেত্রে আপনি কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় আনবেন?

বাজেটের খাত

বাজেটে তৈরি করার সময় সম্ভাব্য আয় যেমন সুনির্দিষ্ট করে নিতে হয় তেমনি পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও মৌলিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করে নিতে হয়। খরচের এই সব ক্ষেত্রগুলোই বাজেটের খাত নামে পরিচিত। প্রতিটি পরিবারের প্রধান বা মৌলিক খাতগুলো প্রায় একই রকম। খাতগুলো হলো খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, সার্ভিস চার্জ), শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াত, যোগাযোগ (মোবাইল, টেলিফোন, ইন্টারনেট), সঞ্চয়, দান ও অন্যান্য ব্যয়।

খাতগুলোর বিবরণ

১। খাদ্য : মাসিক বাজার, চাল, আটা, তেল, ডাল, চিনি, মসলা, চাপাতা, নুডুলস ইত্যাদি। দৈনন্দিন বাজার - মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাক সবজি।

২। বস্ত্র/পোশাক : দৈনিক পরিধেয় বস্ত্র, স্কুল ও কলেজ ড্রেস, উৎসব অনুষ্ঠানের পোশাক, বিছানার চাদর, জুতা, স্যান্ডেল, প্রসাধনী ইত্যাদি।

৩। বাসস্থান : নিজ বাড়ি মেরামত, ট্যাক্স, বাড়ি ভাড়া, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি।

৪। শিক্ষা : স্কুল কলেজের বেতন, পরীক্ষার ফি, বই-খাতা, কলম, পেন্সিল, গৃহ শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি।

৫। চিকিৎসা : চিকিৎসকের ফি, রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যয়, ঔষধ, পথ্য ইত্যাদি।

৬। যাতায়াত : রিকশা, বাস, ট্রেন, ট্যাক্সি ইত্যাদির যাতায়াত ব্যয়।

৭। যোগাযোগ : টেলিফোন বিল, মোবাইল বিল, ইন্টারনেট বিল।

৮। পত্রিকা : মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা।

৯। পরিষ্কারক সামগ্রী : সাবান, হারপিক, টুথব্রাশ টুথপেষ্ট ইত্যাদি।

১০। দান ও যাকাত : গরিব মানুষকে দান, প্রতিষ্ঠানে দান বা যাকাত প্রদান ইত্যাদি।

১১। সঞ্চয় : অর্থ গচ্ছিতকরণ, ব্যাংকে সঞ্চয় ইত্যাদি।

১২। অন্যান্য : আপ্যায়ন, সামাজিকতা, আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার পরিবারের বাজেটের খাতগুলো পোস্টারের মাধ্যমে প্রর্দশন করুন।

সারাংশ

বাজেট হলো সচেতনভাবে অর্থ ব্যয়ের একটি নির্দেশিকা। পরিবারের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য সীমিত সম্পদের ভবিষ্যৎ খরচের খসড়া পরিকল্পনাকে বাজেট বলে। বাজেট ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা- সুষম বাজেট, উদ্বৃত্ত বাজেট এবং ঘাটতি বাজেট। বাজেট তৈরি করার সময় সম্ভাব্য আয় যেমন সুনির্দিষ্ট করে নিতে হয় তেমনি পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও মৌলিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করে নিতে হয়। খরচের এই সব ক্ষেত্রগুলোই বাজেটের খাত নামে পরিচিত। খাতগুলো হলো খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াত, যোগাযোগ, সঞ্চয়, দান ও অন্যান্য ব্যয়। প্রতিটি পরিবারের প্রধান বা মৌলিক খাতগুলো প্রায় একই রকম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আয় অপেক্ষা ব্যয় যদি কম হয় তাকে কী বাজেট বলে?
ক) ঘাটতি বাজেট খ) পারিবারিক বাজেট
গ) উদ্ধৃত্ত বাজেট ঘ) সুষম বাজেট

২। বাজেটকে হচ্ছে সচেতনভাবে অর্থ ব্যয়ের কী হিসেবে দেখা হয়?
ক) দলিল খ) হিসাব
গ) নির্দেশিকা ঘ) খাতা

৩। আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করে যে বাজেট করা হয় তাকে কী বলে ?
ক) উদ্ধৃত্ত বাজেট খ) ঘাটতি বাজেট
গ) সুষম বাজেট ঘ) পারিবারিক বাজেট

৪। বাজেট তৈরির সময় বিবেচনা করতে হবে-
i) পরিবারের ব্যয়
ii) পরিবারের আয়
iii) পরিবারের লোকসংখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৬ আয় বৃদ্ধির উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কীভাবে অর্থ পরিকল্পনা করে প্রকৃত আয় বৃদ্ধি করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আয় বৃদ্ধির উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিবার সচেতনভাবে অর্থ পরিকল্পনা করে অনায়াসে প্রকৃত আয় বৃদ্ধি করতে পারে। নিচে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির উপায় আলোচনা করা হলো-

১। **গৃহস্থালীয় শ্রম :** শ্রম, বুদ্ধি, দক্ষতা দিয়ে পরিবারের আয় বাড়ানো যায়। যেমন - দর্জির কাছে জামা কাপড় সেলাই করতে না দিয়ে নিজেদের দক্ষতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সেলাইয়ের খরচ বাঁচানো যায়। বড়রা ছোট ভাইবোনদের পড়ালে গৃহ শিক্ষকের খরচ বাঁচে। আবার অন্য জায়গায় টিউশনি করে আয় বাড়ানো যায়।

২। **গৃহস্থালীর মূলধন ব্যবহার :** গৃহস্থালীর সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে আমরা আমাদের প্রকৃত ও মানসিক আয় বাড়াতে পারি। ঘরে যে সেবা সামগ্রী ব্যবহার করা হয়, যেমন - ফ্রিজ, টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, ব্লেন্ডার প্রভৃতির সঠিক ব্যবহার এবং সুষ্ঠু যত্ন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে মানসিক আয় পাওয়া যায়।

৩। **ফল ও শাকসবজি উৎপাদন :** গৃহের আঙিনা, বারান্দা ও ছাদে ফল ও শাকসবজির চাষ করে পরিবারের চাহিদা পূরণ করা যায় এবং উৎপাদন বেশি হলে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা যায়। গ্রামাঞ্চলে গৃহপ্রাঙ্গনে সীম, লাউ, পুঁইশাক, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া ইত্যাদি মাচা তৈরি করে ফলানো যায়। এছাড়া পেঁপে, কাচামরিচ, লেবু ইত্যাদি গাছ গৃহপ্রাঙ্গনে থাকলে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা যায়। শহরাঞ্চলে বারান্দায় ও বাড়ির ছাদে বড় টবে ফল ও সবজি লাগানো যায়। কাঁচা মরিচ, টমেটো, লেবু, পেয়ারা, ডালিম, বেগুন ইত্যাদি টবে লাগানো যায়। একটু যত্ন করলেই উৎপাদন ভাল হয়। ফলে বাজার থেকে ক্রয় করতে হয় না, এতে অর্থ সাশ্রয় হয়।

৪। **পশু-পাখি পালন :** গ্রামাঞ্চলে সহজেই হাঁস-মুরগি, কবুতর, কোয়েল পাখি পোষা যায়। এতে ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ করা যায়। শহরাঞ্চলে ছাদে বা বারান্দায় খাঁচা তৈরি করে মুরগি, কবুতর ও কোয়েল পাখি পালন করা যায়। গ্রামাঞ্চলে গরু ছাগল পালন করে দুধের চাহিদা পূরণ করা যায় বা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা যায়।

৫। **গৃহে খাদ্য তৈরি :** রেস্তোরাঁয় তৈরি খাবারের দাম অনেক বেশি। গৃহে পুরি, সিঙ্গারা, কেক, সমুচা ইত্যাদি তৈরি করলে খরচ কম হয়। আবার উক্ত খাবার রেফ্রিজারেটরে রেখে দিলে সহজেই এবং অল্প খরচে মেহমান আপ্যায়ন করা যায়। বাইরের খাবার কিনে টাকা খরচ করতে হয় না।

৬। **সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ :** সরকার জনগণকে অল্প মূল্যে অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়, যেমন-সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিলে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করলে অনেক ব্যয় কম হয়। এতে আয় বৃদ্ধি পায়।

৭। **মূল্য হ্রাসের সুযোগ গ্রহণ :** দোকানে যখন মূল্য হ্রাস দেয় সেই সময় পোশাক, দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করলে অল্প মূল্যে ক্রয় করা যায়।

৮। **সঞ্চয়কে উৎপাদনমুখীকরণ :** অর্থ সঞ্চয় হতে আয় বৃদ্ধি করা যায়। বিনিয়োগের ক্ষেত্র পরিবর্তন করে যেখানে বেশি মুনাফা পাওয়া যায় সেখানে বিনিয়োগ করে আয় বাড়ানো যায়। এছাড়া ঋণ গ্রহণ করে অথবা সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে বর্তমান চাহিদা পূরণ করা যায়।

৯। **সুষ্ঠু গৃহ ব্যবস্থাপনা :** সম্পদের সঠিক ও উদ্দেশ্যমূল্যক ব্যবহার করে আমরা সম্পদের অপচয় রোধ করতে পারি। গৃহস্থালীয় কাজকর্ম পরিকল্পিত উপায়ে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে গৃহের যে শ্রম আয় রয়েছে তাতে অবদান রাখা যায়। যেমন পুষ্টির মান বজায় রেখে মেনু তৈরি। এটি গৃহ ব্যবস্থাপনায় খাদ্য পরিকল্পনার অঙ্গ। ফলে আমরা প্রকৃত আয়ের উন্নতি বিধান করতে পারি।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে আপনি কী ভূমিকা রাখবেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারাংশ

পরিবার সচেতনভাবে অর্থপরিকল্পনা করলে অনায়াসে প্রকৃত আয় বৃদ্ধি করতে পারে। পরিবারের আয় বৃদ্ধির বহুবিধ উপায় আছে, যেমন-গৃহস্থালীর শ্রম, মূলধন ব্যবহার। ফল ও শাকসবজি উৎপাদন, পশুপাখি পালন, গৃহে খাদ্য তৈরি, করে, সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ, মূল্য হ্রাসের সুযোগ গ্রহণ, সঞ্চয়কে উৎপাদনমুখী করে এবং সুষ্ঠু গৃহ ব্যবস্থাপনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

শিপন তার সীমিত আয় দিয়ে সকলের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে। সে অফিস থেকে ফিরে সংসারের কাজ করে। ছেলেকে পড়াশুনা দেখিয়ে দেয়। পরিবারের সবাই তার প্রতি খুশি।

১। শিপন সকলের চাহিদা কীভাবে পূরণ করার চেষ্টা করে?
ক) বাজেট তৈরি করে খ) ভাল ব্যবহার করে
গ) অফিসে কাজ করে ঘ) আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে।

২। পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা যায়-
i) গৃহস্থালির শ্রম দিয়ে
ii) গৃহস্থালির মূলধন ব্যবহার করে
iii) গৃহের সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শেলী ও রত্না দুই বান্ধবী। দুজনেই মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। শেলী তার সীমিত সম্পদ দিয়ে সংসার সুন্দর করে পরিচালনা করে। সে মোট আয় হিসাব করে আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে এবং ব্যয়ের খাতগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। অন্যদিকে রত্নার সংসারে প্রায় প্রতি মাস শেষে অর্থের সংকট দেখা দেয়। তাই শেলী রত্নাকে পরিবারের আয় বৃদ্ধির পরামর্শ দেয়।

ক) আয় কাকে বলে?
খ) সম্পদ বলতে কি বোঝায়?
গ) শেলীর সীমিত সম্পদ দিয়ে সুন্দরভাবে সংসার পরিচালনা করতে পারার কারণ চিহ্নিত করুন।
ঘ) রত্না শেলীর পরামর্শটিকে কীভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে? ব্যাখ্যা করুন।

২। রহিম সাহেব একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি গাজীপুরে থাকেন। তার মাসিক আয় ২২,০০০.০০ টাকা। স্কুল পড়ুয়া দুটি ছেলে মেয়ে, বৃদ্ধ মা ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার। সীমিত আয় বলে তাকে খুব হিসাব করে চলতে হয়। তিনি এবং তার স্ত্রী সব সময় আয় ও ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব করে চলার চেষ্টা করেন। এভাবে তারা মোটামুটিভাবে পরিবারের সকলের চাহিদা মেটাতে পারেন এবং মানসিকভাবে প্রশান্তি লাভ করেন।

ক) বাজেট কাকে বলে?

খ) পারিবারিক জীবনে প্রকৃত আয় গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ) রহিম সাহেবের পরিবারের উপযোগী একটি নমুনা বাজেট তৈরি করুন।

ঘ) রহিম সাহেব এবং তার স্ত্রীর আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবের সুবিধাগুলো তুলে ধরুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। মানবীয় সম্পদ কাকে বলে?
২। মানবীয় সম্পদের বৈশিষ্ট্য কী?
৩। অমানবীয় সম্পদের উদাহরন দিন।
৪। সম্পদের উপযোগিতা কী উপায়ে বৃদ্ধি করা যায়?
৫। আর্থিক আয় কাকে বলে?
৬। অপ্রত্যক্ষ প্রকৃত আয় আমরা কীভাবে বাড়াতে পারি?
৭। মানসিক আয় কী?
৮। বাজেট কাকে বলে? বাজেটে কত প্রকারের ও কী কী?
৯। বাজেট তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ লিখুন।
১০। বাজেটের খাতসমূহ লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১ : ১। ক, ২। খ, ৩। গ, ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২ : ১। খ, ২। ক, ৩। খ, ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩ : ১। গ, ২। খ, ৩। ক, ৪। ঘ, ৫। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪ : ১। খ, ২। ক, ৩। ঘ, ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫ : ১। গ, ২। গ, ৩। গ, ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৬ : ১। ঘ, ২। ঘ

ব্যবহারিক

পাঠ-৩.৭ বাজেট তৈরিকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শহরে বসবাসরত পরিবারের মাসিক পারিবারিক বাজেট প্রস্তুত করতে পারবেন;
- গ্রামে বসবাসরত পরিবারের মাসিক পারিবারিক বাজেট প্রস্তুত করতে পারবেন।

শহরে বসবাসরত একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পারিবারিক বাজেটের নমুনা

মাসিক আয় : ৪০,০০০.০০; সদস্য সংখ্যা : ৫ জন- স্বামী, স্ত্রী, স্কুলে অধ্যয়নরত দুই ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ মাতা

জমা		খরচ/ব্যয়	
১. মাসিক আর্থিক আয়-	৩২,০০০.০০	১. খাদ্য-৩৩%	
২. পারিবারিক ব্যবস্থা থেকে আয়-	৮,০০০.০০	ক) মুদি	৬০০০.০০
	৪০,০০০.০০	খ) কাঁচাবাজার	৭২০০০.০০
			১৩২০০.০০
		২. পোশাক-৪%	
		ক. পোশাক তৈরি	১২০০.০০
		খ. পোশাক মেরামত ও যত্ন	৪০০.০০
			১৬০০.০০
		৩. বাসস্থান-২৪%	
		বাসা ভাড়া	৮৫০০.০০
		গ্যাস	৪৫০.০০
		বিদ্যুৎ	৪০০.০০
		পানি	২৫০.০০
			৯৬০০.০০
		৪. শিক্ষা-১২%	
		ক. স্কুলের বেতন	১০০০.০০
		খ. শিক্ষকের বেতন	৩০০০.০০
		গ. বই, খাতা, কলম	৫৫০.০০
		ঘ. পত্রিকা	২৫০.০০
			৪৮০০.০০
		৫. চিকিৎসা-৩%	
		ক. বৃদ্ধ মায়ের ঔষধ	১০০০.০০
		খ. অন্যান্য ঔষধ	২০০.০০
			১২০০.০০

জমা	খরচ/ব্যয়	
	৬. যাতায়াত-৬%	
	ক. রিকশা	১৮০০.০০
	খ. বাস	৬০০.০০
		২৪০০.০০
	৭. যোগাযোগ-৪%	
	ক. মোবাইল	১২০০.০০
	খ. ইন্টারনেট	৪০০.০০
		১৬০০.০০
	৮. সঞ্চয়-৫%	২০০০.০০
	৯. দান-১%	৪০০.০০
	১০. অন্যান্য ব্যয়-৮%	
	ক. আপ্যায়ন	১০০০.০০
	খ. বিনোদন	১২০০.০০
	গ. উপহার	১০০০.০০
		৩২০০.০০
১০০%		৪০,০০০.০০

অর্থ পরিকল্পনার প্রধান কৌশল হলো বাজেট। বাজেটের মাধ্যমে আয় ও ব্যয়ের সমতা বিধান করা সম্ভব হয়। এতে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমে এবং সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সীমিত আয়ের মধ্যে অসীম চাহিদা পুরণের জন্য প্রতিটি পরিবারেই উচিত বাজেট প্রণয়ন করা।

গ্রামে বসবাসরত একটি পরিবারের বাজেটের নমুনা

মাসিক আয় : ২৫,০০০.০০; সদস্য সংখ্যা : ৫ জন (স্বামী, স্ত্রী, ১ম সন্তান কলেজ ছাত্র, ২য় সন্তান স্কুলের ছাত্র, বৃদ্ধ মা)

জমা/আয়		খরচ/ব্যয়	
১. মাসিক আর্থিক আয়-	১৫,০০০/-	১. খাদ্য-৩২%	
২. জমির ফসল থেকে গড় আয়	৫,০০০/-	কাঁচা বাজার	৩,০০০.০০
৩. হাঁস-মুরগি,	৫,০০০/-	মাছ/মাংস, মুদি	২,০০০.০০
গরু ছাগল থেকে আয়		হাঁস-মুরগি ও গুরুর ছাগলের জন্য ব্যয়	১৫০০.০০
		জমির খরচ	১০০০.০০
মোট আয়	**২৫,০০০/-**		**৮০০০.০০**
		২. পোশাক-৭%	
		পোশাক ক্রয়	১২০০.০০
		পোশাক মেরামত ও স্যান্ডেল ক্রয়	৫৫০.০০
			১৭৫০.০০
		৩. বাসস্থান-৫%	
		বিদ্যুৎ বিল	৭০০.০০
		রক্ষণাবেক্ষণ	৫৫০.০০
			১২৫০.০০

জমা/আয়	খরচ/ব্যয়	
	৪. শিক্ষা-২৫%	
	স্কুলে বেতন	৫০০.০০
	হোস্টেল ব্যয়	৩৫০০.০০
	বই, খাতা, কলম	১০০০.০০
		৫০০০.০০
	৫. চিকিৎসা-৬%	
	বৃদ্ধ মায়ের ঔষধ	১০০০.০০
	অন্যান্য ঔষধ ও পথ্য	৫০০.০০
		১৫০০.০০
	৬. যাতায়াত-৬%	
	বাস ও ভ্যান	১৫০০.০০
		১৫০০.০০
	৭. মোবাইল-৫%	৭৫০.০০
		৭৫০.০০
	৮. সঞ্চয়-৬%	১৫০০.০০
		১৫০০.০০
	৯. দান-১%	
	ধৌত সামগ্রী	৫০০.০০
	আপ্যায়ন	৫০০.০০
	উপহার	৫০০.০০
	বিনোদন	১০০০.০০
	অন্যান্য	১০০০.০০
		৩৫০০.০০
সর্বমোট ১০০%		**২৫,০০০.০০**